সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনীঃ

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ

যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ তিনি যখন ছোট ছিলেন তার বয়স যখন ৮ বছর তখন তিনি তার মায়ের সাথে নানার বাড়ি বেড়াতে আসেন।পথিমধ্যে হঠাৎ করে কিছু শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করে বসে এবং তাকে ধরে নিয়ে উখাজের বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি দেয় আর ঘটনাক্রমে হযরত খাদিজা রাঃ এর ভাতিজা হাকিম ইবনে হিজাম উখাজের বাজার হতে বেশ কয়েকটি গোলাম ক্রয় করে আনে তার মধ্যে যায়েদ ইবনে হারেসা ও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। হাকিম ইবনে হিজাম যখন উখাজের বাজার হতে মক্কায় আসে তখন হযরত খাদিজা রাঃ তার সাথে দেখা করতে যায়। তখন হাকিম ইবনে হিজাম হযরত খাদিজা রাঃ এর দিকে লক্ষণ করে বলে,হে আমার ফুফু,আমি উখাজের বাজার হতে বেশ কিছু গোলাম ক্রয় করে এনেছি।তার মধ্যে থেকে আপনার যেটা পছন্দ হবে সেটাই আপনার জন্য উপহার। হযরত খাদিজা রাঃ সব গোলামদের মধ্যে হতে যায়েদ ইবনে হারেসা কে বাছাই করলেন।কেননা তাকে দেখতে খুবই ভদ্র ও শান্ত মনে হচ্ছিলো। অতঃপর হযরত খাদিজা রাঃ যখন রাসূল সাঃ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন তিনি যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ কে রাসূল সাঃ এর কাছে সৌপদ্দ করে দিলেন।যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ ৮ বছরের ছোট্ট বালক রাসূল সাঃ এর তত্ত্বাবধানে থেকে প্রতিপালিত হতে লাগলেন।রাসূল সাঃ ও তাকে খুব আদর, স্নেহ করে লালন পালন করতে লাগলেন।অপরদিকে যায়েদের পরিবার তাদের হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুব খোঁজাখুঁজি করছিলো,কিন্তু তারা কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছিলো না।

অতঃপর হজ্বের মৌসুমে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্য যায়েদের গোত্রের কিছু লোক মক্কায় আগমন করলো।তারা যখন মক্কায় আসলো তখন যায়েদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। যায়েদ তাদেরকে চিনলো,তারা ও যায়েদকে চিনলো।হজ্ব শেষে তারা বাড়িতে যেয়ে যায়েদের বাবাকে বললো, আপনার সন্তান যায়েদের সন্ধান পেয়েছি,সে মক্কায় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে আছে।এই কথা শোনা মাত্রই যায়েদের বাবা হারেসা তার ভাই ক্বাবকে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওনা দিলো। তারা তাদের কলিজার টুকরো সন্তানকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে সাথে করে অনেক পরিমাণ টাকা পয়সা ও সাথে নিয়ে নিলো।তারা মক্কায় এসে রাসূল সাঃ এর সাথে দেখা করলো এবং বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান আপনারা হচ্ছেন পবিত্র ভূমির অধিবাসী। আপনারা হলেন আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। আপনারা হাজিদের পানি পান করান,অভাবগ্রস্থদের সাহায্যে করেন,দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিন্তামুক্ত করেন। আমরা জেনেছি আমাদের সন্তান আপনাদের কাছে আছে।আমরা তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছি।তাকে মুক্ত করতে যত টাকা লাগে আমরা দিবো।আমরা আশা করছি আপনি অনুগ্রহ করে তাকে মুক্ত করে দিবেন। রাসূল সাঃ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,তোমাদের সন্তান কে?তারা বললো, আপনারই গোলাম যায়েদ ই হচ্ছে আমাদের সন্তান।রাসূল সাঃ বললেন, ঠিক আছে, কোনো টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই। একটি বিষয়ে আগে আমরা একমত হই সেটা হলো, আমি তোমাদের সামনে যায়েদকে ডাকবো, যায়েদ যদি তোমাদের সাথে চলে যেতে চায় তাহলে নির্দ্বিধায় আমি তোমাদের সাথে তাকে দিয়ে দিবো,আমার

কোনো আপত্তি থাকবে না এবং আমাকে কোনো রকম মুক্তিপণ ও দেওয়া লাগবে না।আর যায়েদ যদি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে না চায় তাহলে জোর করে তোমরা যায়েদকে নিয়ে যেতে পারবে না।

তারা বললো, আপনার কথা ঠিক আছে, আমরা আপনার সাথে একমত। আপনি আমাদের উপর ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা করেছেন।আপনি আমাদের ব্যাপারে উত্তম ফয়সালা করেছেন। রাসূল সাঃ যায়েদকে ডাকলেন এবং আগত ব্যক্তিদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,এরা কারা? যায়েদ উত্তর দিলো,একজন হচ্ছে আমার পিতা হারেসা ইবনে শুরাহবিল আরেকজন হচ্ছে আমার চাচা ক্বাব। রাসূল সাঃ বললেন, হে যায়েদ তারা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। তুমি চাইলে তাদের সাথে চলে যেতে পারো আর চাইলে আমার কাছে ও থাকতে পারো।এই কথা শুনে ছোট্ট যায়েদ নির্দ্বিধায় বলে উঠলো, হে আমার মনিব আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না,আমি আপনার কাছেই থাকবো।এই কথা শুনে যায়েদের বাবা হারেসা রাগান্বিত হয়ে বলে উঠল,ধ্বংস তোমার জন্য হে যায়েদ।তোমার বাবা-মায়ের পরিবর্তে তুমি এই গোলামী জীবনকে পছন্দ করলে?তখন যায়েদ বলে উঠলো,হে আমার বাবা আমি আমার এই মনিবকে এত ভালো পেয়েছি যে আমি তার থেকে কখনো আলাদা হবো না,আমি তাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না,আমি সারাজীবন তার সাথেই থাকবো।ছোট্ট যায়েদের এই উত্তর শুনে রাসূল সাঃ তার হাত ধরে তাকে ক্বাবা প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন এবং ক্বাবার সামনে হাজারে আসওয়াদের পাশে দাড়িয়ে স্বজোরে ঘোষণা করলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় তোমরা সাক্ষী থাকো,আজকে থেকে যায়েদ আমার সন্তান,সে আমার উত্তরাধিকারী হবে,আমি তার উত্তরাধিকারী হবো।

এই দৃশ্য টি যায়েদের বাবা ও তার চাচা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলো।তাদের অন্তর আনন্দে ভরে গেলো এবং তারা সন্তুষ্টচিত্তে যায়েদকে রেখে বাড়ি ফিরে গেলো। ওই দিনের পর থেকে লোকেরা যায়েদকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (মুহাম্মদের পুত্র যায়েদ)বলে ডাকতে লাগলো। অতঃপর ইসলাম যখন পালকপুত্রের প্রথাকে রহিত করলো। এই আয়াত নাজিল হলো (اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ)

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকো। তখন থেকে তাকে আবার ও যায়েদ ইবনে হারেসা বলে ডাকা হতো। যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ যখন সবকিছুর চেয়ে রাসূল সাঃ কে বেশি ভালোবেসেছিলেন,বাবা-মা,আত্নীয়স্বজন সব কিছুর উপর রাসূল সাঃ কে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সেদিন হয়তো তিনি জানতেন না যে তিনি কত বড় সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তখনো তিনি জানতেন না যে তিনি যাকে ভালোবেসেছিলেন,যাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন গোটা মানবজাতির সর্দার মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যাকে গোটা মানবজাতির নিকট রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তখন তিনি জানতেন না যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা ই বাস্তবায়ন করবেনএবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে আবারও ন্যায় ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে,পৃথিবীতে আবারও শান্তি ফিরে আসবে।আর তিনি হবেন সেই ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর। এই চিন্তাভাবনা গুলো তখন যায়েদের অন্তরে মুটেও ছিলো না। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। অতঃপর আল্লাহ

তায়ালা তার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সত্য দ্বীন সহকারে গোটা মানবজাতির নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করলেন। আর যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ হলেন সে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা সর্বপ্রথম রাসূল সাঃ এর উপর ঈমান এনেছিলো।এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য, উত্তম সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ তিনি যেভাবে রাসূল সাঃ কে ভালোবাসতেন ঠিক তেমনিভাবে রাসূল সাঃ ও তাকে ভালোবাসতেন।রাসূল সাঃ তাকে নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি কোথাও গেলে রাসূল সাঃ তার পথপানে চেয়ে থাকতেন,তিনি ফিরে এলে তার আগমনে আনন্দিত হতেন,তাকে দেখে খুব খুশি হতেন।যায়েদ রাঃ এর সাক্ষাতে রাসূল সাঃ খুবই আনন্দিত হতেন।এমনই একটি আনন্দের মূহুর্ত আয়েশা রাঃ তুলে ধরেছেন,তিনি বলেন একবার যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ রাসূল সাঃ এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মদিনায় আসলেন। রাসূল সাঃ সে সময় ঘরের মাঝে বিবস্ত্র অবস্থায় ছিলেন অর্থাৎ রাসূল সাঃ এর নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত শুধুমাত্র কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিলো এমন অবস্থায় যায়েদ এসে দরজায় আওয়াজ দিলেন। রাসূল সাঃ যায়েদের আওয়াজ শোনামাত্রই ওই অবস্থাতে দরজার দিকে ছুটে গেলেন এবং জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন।আয়েশা রাঃ বলেন,আল্লাহর কসম করে বলছি আমি এই ছাড়া রাসূল সাঃ কে কখনো বিবস্ত্র অবস্থায় দেখি নি।সকল মুসলমানদের নিকট যায়েদের প্রতি রাসূল সাঃ এর ভালোবাসার বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিলো। তাই সবাই যায়েদ রাঃ কে হিব্বু রাসূলিল্লাহ তথা রাসূল এর প্রিয় ব্যক্তি বলে সম্বোধন করতেন।

অষ্টম হিজরিতে প্রিয়জনের বিচ্ছেদের মাধ্যমে আল্লাহ তার রাসূলের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। রাসূল সাঃ হারেস ইবনে উমাইরা রাঃ কে একটি পত্র দিয়ে বসরার শাসকের নিকট পাঠালেন।

ওই পত্রে বসরার শাসক কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর বার্তা বাহক যখন জর্ডানের পড়বে অবস্থিত মুতা নামক স্থানে পৌঁছালেন,,, তখন গাসসানেরর শাসক সূরাহ বিন ইবনে আমর তাকে বন্দী করল এবং তাকে শক্ত করে বেঁধে শিরশ্ছেদ করলেন।এই সংবাদ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নিকট পৌঁছলো,,, এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর নিকট এটি খুবই কষ্টদায়ক মনে হল।কেননা ইতিপূর্বে রাসূল সাঃ এর আর কোনো বার্তাবাহককে এভাবে হত্যা করা হয়নি।তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মুতার যুদ্ধের জন্য তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন।আর সেই বাহিনীর সেনা প্রধান হিসেবে রাসূল সাঃ এর প্রিয় ব্যক্তি যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ কে নিযুক্ত করলেন। রাসূল সাঃ বললেন, এই যুদ্ধে যদি যায়েদ আক্রান্ত হয় তাহলে জাফর ইবনে আবু তালেব সেনা প্রধানের দায়িত্ব পালন করবে।জাফর ইবনে আবু তালেব যদি আক্রান্ত হয় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা সেনা প্রধানের দায়িত্ব পালন করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও যদি আক্রান্ত হয় তাহলে মুসলমানদের মধ্যে থেকে সবাই পরামর্শ করে একজনকে সেনা প্রধানে নিযুক্ত করবে।

যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে মুতার অভিমুখে রওয়ানা হলেন।তারা যখন জর্ডানের পূর্ব পাশে অবস্থিত মাআন নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন সংবাদ পেলেন যে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ যুদ্ধাকে নিয়ে গাসসানের শাসক সূরাহ বিন ইবনে আমরকে রক্ষা

করার জন্য এগিয়ে আসছে এবং তার সাথে আরও এক লক্ষ আরবের মুশরিক বাহিনী এসে একত্রিত হয়েছে। এবং এই বিশাল বাহিনী মুসলমানদের অদূরে ছাউনি ফেলেছে। মুসলমানরা এই মুহূর্তে কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দুইদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বললো আমরা রাসূল সাঃ এর কাছে বার্তা পাঠায় এবং কাফির সৈন্যসংখ্যার ব্যাপারে রাসূল সাঃ কে অবগত করি।দেখি রাসূল সাঃ আমাদেরকে কি বলেন।তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বলে উঠলেন, হে আমার জাতি আল্লাহর কসম করে বলছি,আমরা কখনো সংখ্যা, শক্তি বা আধিক্যের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ করি না।বরং আমরা এই দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করি, দ্বীনকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করি।

সুতরাং তোমরা যার জন্য বের হয়েছো তার দিকেই ধাবিত হও।আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুটি কল্যাণের মধ্যে যেকোনো একটির ওয়াদা করেছেন,হয়তো বিজয় নয়তো শাহাদাত। মুসলিমদের সকলে বলে উঠলো, আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা সত্যই বলেছেন।মুতা প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। একদিকে দুই লক্ষ বাহিনী অপরদিকে মাত্র তিন হাজার।কিন্তু স্বল্প সংখ্যাক মুসলিম বাহিনী এমন বীরত্বের সাথে কাফিরদের পিছু নিলো যে কাফিরদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেলো। রোমানরা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ রাসূল সাঃ এর দেয়া কালেমার ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার জন্য এমনভাবে যুদ্ধ করলেন বীরত্বের ইতিহাসে যার কোনো উপমা খুঁজে পাওয়া যায় না।অবশেষে শত শত বর্শার আঘাতে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেলো, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় জমিনে লুটিয়ে পড়লেন।অতঃপর জাফর ইবনে আবু তালেব কালেমার ঝান্ডাকে সমুন্নত করলেন। তিনিও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তার সাথীর সাথে যেয়ে মিলিত হলেন।অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা কালেমার ঝান্ডাটাকে ধারণ করলেন। তিনিও সাহসীকতার সাথে যুদ্ধ করতে করতে তার উভয় সাথীর সাথে যেয়ে মিলিত হলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম রাঃ পরামর্শ করে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ কে সেনাপ্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন নওমুসলিম।তিনি বিচক্ষণতার সাথে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে সরে পড়লেন এবং মুসলমানদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

অতঃপর রাসূল সাঃ এর নিকট যখন মুতার সংবাদ পৌঁছলো,তিনি যখন শুনলেন তার নিযুক্ত তিনজন সেনা যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, তখন তিনি খুবই দুঃখীত হলেন।তার এই দুঃখ পূর্বের সকল দুঃখকে ছাড়িয়ে গেলো।রাসূল সাঃ যায়েদের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন।বাড়িতে যাওয়া মাত্রই যায়েদের ছোট্ট মেয়েটি রাসূল সাঃ কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কান্না থামিয়ে রাখতে পারলেন না।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশব্দে কেঁদে ফেললেন। তা দেখে সা'দ ইবনে আবু উবাদা রাঃ রাসূল সাঃ কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ও ক্রন্দন করছেন?রাসূল সাঃ বললেন, এটা প্রিয়জনের বিরহে প্রিয়জনের কান্না।

আল্লাহ তায়ালা যায়েদ ইবনে হারেসা রাঃ এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন,তিনিও আল্লাহ তায়ালার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।